ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারা রাত কাঁদতেন কারিশমা, লুকিয়ে দেখতে হতো কারিনাকে

পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মেসির কারণেই ফুটবল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে আমেরিকায়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৮১ ● কলকাতা ● ১৯ আষাঢ়, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আগামী ১৪ জুলাই রাজভবনের সামনে

অবস্থানে বসতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : বুধবার রাজভবন চত্বরে অবস্থানের অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে শর্তসাপেক্ষে মিলল সেই অনুমতি। এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন, আগামী ১৪ জুলাই রাজভবনের সামনে অবস্থানে বসতে পারবেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন যে রাজভবনের সামনে শুভেন্দু শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে পারবেন। বিজেপির কোনও নেতা-কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারবেন না। সর্বাধিক ৩০০ লোক নিয়ে অবস্থানে বসতে পারবেন।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসতে চায় বিজেপি। ওই চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় কলকাতা পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। তবে পুলিশের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির যুক্তি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও গত বছর অক্টোবরে রাজভবনের সামনে পাঁচ দিন ধরনায় বসেছিলেন। সেই সময় পুলিশের তরফে তাঁকে বাঁধা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বিজেপি নেতা বলেই শুভেন্দুকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে দাবি সূত্রের খবর।

কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। রাজভবন চত্বরে অবস্থানের অনুমতি দেয় রাজ্য সরকার। জানানো হয় যে গত রবিবার অর্থাৎ ৩০ জুন দিয়েছিল সেই অনুমতি। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্তদের নিয়ে অবস্থানে বসতে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যসভায় প্রথমবার দাঁড়িয়েই

সরকারকে চাপ সুধা মূর্তির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজসেবী এবং রাজ্যসভার সদস্য সুধা মূর্তি। রাষ্ট্রপতি মনোনীত ১২জন সাংসদের তিনি একজন। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় তাঁর প্রথম ভাষণে নাগরিক সমাজের মুখ সুধা মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং পর্যটন বিকাশ নিয়ে সরব হন। তাঁর ভাষণে স্পষ্ট রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হলেও এই মঞ্চকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে চান। ভাষণের মূল দুটি বিষয়েই মনোযোগী ছাত্রীর মতো পড়াশোনা করে এসেছিলেন সুধা। রাজ্যসভায় প্রথমবারের মতো বক্তব্য রেখেছেন ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সুধা মূর্তি। দেশের দু'টো বড় ইস্যু নিয়ে তাঁর মন্তব্য এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। রাজ্যসভায় প্রথমবার দাঁড়িয়েই সরকারকে চাপ সুধা মূর্তির। তিনি তুলে ধরেছেন দেশের সবচেয়ে বড় দু'টি ইস্যু। রাষ্ট্রপতির ভাষণে আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর, উচ্চকক্ষে আলোচনায় অংশ

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে উত্তর দেওয়ার জন্য

তিন সপ্তাহ সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডেডলাইনের পর ডেডলাইন। এবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে উত্তর দেওয়ার জন্য তিন সপ্তাহ সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার রাজ্যের কাছে অনুমোদন চেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।প্রসঙ্গত, এর আগে মুখ্যসচিব আদালতকে জানিয়েছিলেন ভোটের কারণে তিনি এই বিষয়ে উত্তর দিতে পারেননি। তবে ভোট মিটেছে বহুদিন। এদিন রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বিচারপতি বলেন ,"৭ মে থেকে অনেকদিন অতিক্রান্ত। এবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর না দেওয়া হলে কোনও অজুহাত শোনা হবে না। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। "নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় , প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্যদের মতো একাধিক সরকারি আধিকারিক। নিয়ম অনুযায়ী, ধৃত সরকারি আধিকারিকদের বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের অনুমতি ছাড়া বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যায় না।

ওদিকে সিবিআই এই নিয়ে অনুমোদন চাইলেও এ ব্যাপারে রাজ্যের গড়িমসিতে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

আবারও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে

সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমনে আহত মৎস্যজীবি

সমতুল নস্কর ,কুলতলী ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা। {সুন্দরবন} : নিউজ সারাদিন : সরকারি নির্দ্দেশ মেনে মে জুন তিন মাসে মাছের পেটে ডিম হওয়া ও ডিম নদীতে ছাড়ার জন্য মৎস্যজীবিদের নদীতে জাল পাতা ও মাছ কাঁকড়া ধরা নিষেধ ছিল। সরকারি সেই নির্দ্দেশ মেনে,এই তিন মাস মৎস্যজীবীরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে নামেননি ,গত জুন মাসে সরকারী ভাবে মাছ ধরতে না যাওয়ার বিধি নিষেধ উঠে গেলে মৎস্যজিবী ট্রলার সাগরে ইলিশ ধরার উর্দ্দেশে বেড়িয়ে যায়।

অন্যদিকে যারা ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের খাঁড়ীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নিবার্হ করে, তাদের মধ্যে কুলতলী ব্লকে গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে, গোপাল গঞ্জ গ্রামে(রামপুর) যুবক শ্রী হরিপদ দাস,পিতা, সুন্দর দাস বয়স ৩৩ বৎসর ।তিনজন মিলে কাঁকড়া ধরা ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে গত ২রা জুলাই মাতলা নদীর অপর পারে সূর্য্য মনি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গেলে কাঁকড় ধরা অবস্থায় বাঘ হরিপদ দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। হরিপদর সাথে থাকা সঙ্গীরা চি

ৎকার করে ও গাছের গায়ে লাঠি দিয়ে শব্দ করতে থাকে ,সেই ভয়ে বাঘ হরিপদ দাস কে ছেড়ে দিলে সঙ্গীর সাথে সাথে ডিঙ্গি নৌকায় তুলে নিয়ে - জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালে (জামতলা)নিয়ে আসে । ও ডাক্তার বাবুরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। হরিপদ দাস ভীষন ভাবে আহত সম্পূন্য মুখ থাবা মেরে ফাটিয়ে দেয়। তারপর ও ব্লক হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই মৃত প্রায় হরিপদ দাসের জন্য বিনা পয়সায় অন্যত্র পাঠানোর জন্য কোন এ্যাম্বুলেন্স না দিয়ে অমানবিকতা পরিচয় দিলেন বলে জেলা এ,পি,ডি,আর এর সম্পাদক মাননীয়,মিঠুন মন্ডল আমাদের প্রতিনিধি কে জানান।

এনএমএমএসএস-এর আওতায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে

(৩০ জুন, ২০২৪-এর পর থেকে)

আবেদন জমা দেওয়ার জন্য জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল খুলে গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছাত্রছাত্রীরা যাতে এককালীন নথিভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন সেজন্য জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল খুলে দেওয়া হল। এর হোম পেজ নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এছাড়া, এ সংক্রান্ত একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ এবং উন্নততর ওয়েব সংস্করণেরও সূচনা হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এই পোর্টাল এখন অনেক সহজে ব্যবহারযোগ্য। এখানে বৃত্তির জন্য নতুন করে আবেদন জানানো যাবে। বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানানোর সংস্থানও এতে রয়েছে। এককালীন নথিভুক্তিকরণের এই প্রক্রিয়া সারা বছর ধরেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য খোলা থাকবে। আধার / আধার এনরোলমেন্ট আইডি-র ওপর ভিত্তি করে নথিভুক্তিকরণের সময়ে ১৪ সংখ্যার নম্বর, ওটিআর দেওয়া হবে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই নম্বর আলাদা। এই নম্বর না থাকলে বৃত্তির জন্য পোর্টালে আবেদন জানানো যাবে না। এককালীন নথিভুক্তিকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে একটি আইডি দেওয়া হবে। সেটি সেই শিক্ষাবর্ষের পুরো সময়ের জন্য বৈধ থাকবে। আবেদন জমা দেওয়ার সময় এই আইডি-র সাপেক্ষে আরও একটি আবেদন আইডি পাওয়া যাবে। নথিভুক্তিকরণের আইডি-র সাপেক্ষে একটির বেশি আবেদন আইডি যাতে কোনো সময়েই সক্রিয় না থাকে, প্রযুক্তির সাহায্যে তা নিশ্চিত করা হবে। ২০২৪-২৫ সালের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ৩১ আগস্ট। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে যেসব পড়ুয়া এই পোর্টালে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে ওটিআর দেওয়া হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রত্যেককে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী নিচে দেওয়া হল -

(ক) যেসব পড়ুয়া ওটিআর পেয়েছেন তাঁদের জন্য নির্দেশ :

(১) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য জাতীয় বৃত্তি পোর্টালে আগেই মুখাবয়ব সনাক্ত করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।

(২) যেসব পড়ুয়া ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে মুখাবয়ব সনাক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য পোর্টাল থেকে একটি ওটিআর নম্বর দেওয়া হয়েছে। সেটি তাঁদের নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। (৩) যাঁরা এই ওটিআর নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা সরাসরি বৃত্তির জন্য জাতীয় বৃত্তি পোর্টালে আবেদন করতে পারেন। (৪) কেউ যদি এসএমএস-এর মাধ্যমে ওটিআর নম্বর না পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি পোর্টালের 'নো ইওর ওটিআর' বিভাগে গিয়ে ওটিআর নম্বর জানতে পারবেন। (খ) যেসব পড়ুয়া রেফারেন্স নম্বর পেয়েছেন তাঁদের জন্য নির্দেশাবলী -

(১) যেসব ছাত্রছাত্রী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ওটিপি-ভিত্তিক ই-কেওয়াইসি-র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন কিন্তু মুখাবয়ব সনাক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি, তাঁদের পোর্টাল থেকে রেফারেন্স নম্বর দেওয়া হয়েছে। (২) এবার মুখাবয়ব সনাক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পোর্টাল থেকে তাঁরা ওটিআর নম্বর নিয়ে নিতে পারেন।

(৩) ওটিআর নম্বর পেতে গেলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে :

(ক) অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আধার ফেস আরডি পরিষেবা ডাউনলোড ও ইনস্টল করুন (link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd)

(খ) গুগল প্লে-স্টোর থেকে এনএসআর ওটিআর ডাউনলোড ও ইনস্টল করুন

এরপর ৪ পাতায়

নির্দিষ্ট ষ্টেশনে থামলো না ট্রেন,

ঘটনা চুঁচুড়া স্টেশনে

বেবি চক্রবর্ত্তী: হাওড়া : নিউজ সারাদিন : বর্ধমান সুপার দাঁড়াল না চুঁচুড়া স্টেশনে। না থেকে চলে গেল হুগলি। পরে ফিরে এল যাত্রীদের নামাতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় চুঁচুড়া স্টেশন চত্বরে। ট্রেনটি প্রতিদিন হাওড়া থেকে ছেড়ে শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি ও চন্দননগরের পর চুঁচুড়া স্টেশনে থামে। কিন্তু মঙ্গলবার সেখানে না দাঁড়িয়ে সরাসরি চলে যায় হুগলিতে।স্টপেজে না দাঁড়িয়ে ছুটল ট্রেন। পরের স্টেশন থেকে আবার ফিরল যাত্রী নামাতে। এমনই অবাক করা ঘটনা ঘটল হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে এই লাইনের চুঁচুড়া স্টেশনে। ঠিক কী ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে রেল।৩৭৮৪৯ আপ বর্ধমান লোকাল যা 'সুপার' নামে পরিচিত, সেটি হাওড়া থেকে ছেড়ে শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি ও চন্দননগরের পর চুঁচুড়া স্টেশনে দাঁড়ায়। মঙ্গলবার ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ের থেকে ২ মিনিট বিলম্বে হাওড়া থেকে ছাড়ে। যেহেতু গ্যালোপিং ট্রেন, তাই শহরতলি ও পার্শ্ববর্তী হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলার বহু মানুষ এই ট্রেনে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরেন। জানা গিয়েছে, ট্রেনটির চুঁচুড়া স্টেশনে স্টপেজ থাকলেও এদিন না দাঁড়িয়ে সোজা হুগলিতে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো হতচকিত হয়ে যান ট্রেনের যাত্রীরা। যে সমস্ত যাত্রীর চুঁচুড়া নামার কথা তাঁদের অনেকেই রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কার্যত শোরগোল পড়ে যায় ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে। এরপর হুগলি স্টেশন থেকে ট্রেনটি ফের ফিরে আসে চুঁচুড়ায়। তারপর সেখানে যাত্রীদের নামিয়ে, মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।"এই বিষয়ে ট্রেনের এক যাত্রী বলেন, 'চন্দননগর পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। এরপর সন্ধে ৭ টা ৫৫ মিনিটে ট্রেনটি চুঁচুড়ায় ঢুকলেও না দাঁড়িয়ে সোজা হুগলি চলে যায়।

নতুন তিনটি ফৌজদারী আইনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও

সংসদের উভয় কক্ষে মোট ১২টি বিল পাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, নতুন তিনটি ফৌজদারী আইন ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করবে। আজ পয়লা জুলাই থেকে এই তিনটি আইন বলবৎ হ'ল। এই উপলক্ষে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী শাহ বলেন, গত চার বছর ধরে নতুন আইনগুলির সবদিক নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে এর আগে কখনও কোনও আইন নিয়ে এভাবে আলোচনা হয়নি। নতুন তিনটি ফৌজদারী আইনে মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে। এর জন্য আইনগুলিতে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। আইনগুলি কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে ভারতে অত্যাধুনিক ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার সূচনা হ'ল। এই আইনগুলিতে তদন্ত, বিচার প্রক্রিয়া এবং আদালতের বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী ৫০ বছরে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন হলেও, আইনগুলি প্রয়োগে কোনও সমস্যা হবে না। সংবিধানের অষ্টম তফশিলের স্বীকৃত ৮টি ভাষায় তিনটি আইনেরই অনুবাদ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলিতেও ভবিষ্যতে বিচার প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করা যাবে। নতুন আইনগুলিতে বর্তমান সময়কালের উপযোগী বিভিন্ন অপরাধ মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় ধারা যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, পুরনো আইনগুলিতে যেসব ধারায় জনগণের সমস্যা হ'ত, সেগুলিকে বাতিল করা হয়েছে।

নতুন তিনটি ফৌজদারী আইনে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সুবিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন অপরাধের শিকার হওয়া মানুষ যাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পান, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ন্যায়বিচার পেতে যাতে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে না হয়, তার জন্য বিভিন্ন মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। এফআইআর দায়ের হওয়ার পর, সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ালেও তা এই সময়ের মধ্যেই নিষ্পত্তি করতে হবে। নতুন আইনগুলি কার্যকর হওয়ায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক কালের রাষ্ট্রদ্রোহের আইন বিলোপ হয়েছে। শ্রী শাহ বলেন, অনেকেই নতুন আইনগুলি সম্পর্কে অপপ্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, নতুন আইনের ফলে অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আসলে অসত্য। নতুন আইনগুলিতে আগের মতোই ১৫ দিন পর্যন্ত হেফাজতে রাখার সংস্থান থাকছে। যেসব অপরাধের শাস্তি সাত বছর বা তার বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ফরেন্সিক তদন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে, বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং শাস্তিদানের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ শতাংশে পৌঁছবে। আইন প্রয়োগে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার পুলিশ কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১২ হাজার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্নকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত, ২৩ হাজারেরও বেশি যোগ্যতাসম্পন্নকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে গতি আসবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, লোকসভায় মোট ৯ ঘন্টা ২৯ মিনিট ধরে ৩৪ জন সাংসদ নতুন আইনগুলি নিয়ে বিতর্কে অংশ নেন। রাজ্যসভায় ৬ ঘন্টা ১৭ মিনিট ধরে চলা বিতর্কে ৪০ জন সাংসদ যোগ দেন। সাংসদদের বহিষ্কার করে এই আইন পাশ করা হয়েছে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তা সত্য নয়। শ্রী শাহ জানান, বহিষ্কৃত সদস্যদেরও সংসদে যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউই সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি।

স্বপ্ন হল সত্যি দীপতনুর

চন্দননগর: নিউজ সারাদিন : গত ১২ মে চুঁচুড়া ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জনসভায় বক্তব্য রাখতে রাখতে হঠাৎ চোখ পড়ে এক যুবকের দিকে। ওই যুবক হাতে আঁকা একটি ছবি বাঁধিয়ে নিয়ে মাথার ওপরে তুলে কিছু বলছেন। মঞ্চ থেকে তা দেখেন মোদি ।তিনি বলেন, "আমি আজ খুব গর্বিত। আমি ভাবতে পারিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিঠি পাঠাবেন। উনি ওঁর কথা রেখেছেন। উনি বলেছিলেন, উনি মুগ্ধ ওনার মায়ের ছবি এঁকেছিলেন দীপতনু।" আর শিল্পী দীপতনু বলেন, "আমার আঁকা ছবি দেখে প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, কথা দিয়েছিলেন আমাকে চিঠি লিখবেন। সেটা তিনি করেছেন। খুব ভাল লাগছে।"ছবিতে শিল্পী এঁকেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মা হীরাবেনকে। ছবিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নীচে বসে আছেন, আর তাঁর মা হীরাবেন তাঁকে কিছু বোঝাচ্ছেন, আর মন দিয়ে সেই কথা শুনছেন নরেন্দ্র মোদি। আর এই ছবি যে এঁকেছে, সেই শিল্পী একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, নাম দীপতনু মুখোপাধ্যায়। চন্দননগরের লালবাগানের বাসিন্দা দীপতনু। সেই ছবি এসপিজি-র নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে নিয়ে আসতে বলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ছবির পিছনে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে, সময় করে তাকে চিঠি পাঠাবেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সেই স্বপ্ন হল সত্যি দীপতনুর। মঙ্গলবার দুপুরে দীপতনুর লালবাগানের অ্যাপার্টমেন্টে পিওন চিঠি আনতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি দীপতনুর মা দীপ্তি মুখোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবী ভাষণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : "গত ১০ বছরে আমাদের সরকারের কাজের খতিয়ানের উপর ভারতের জনগণ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং তৃতীয়বারের জন্য সুশাসন অব্যাহত রাখার সুযোগ দিয়েছেন" "জনসেবা হি প্রভু সেবা' অর্থাৎ মানবসেবায় ঈশ্বরের সেবা - এই নীতি অনুসরণ করে নাগরিকদের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার জনগণ আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন" "দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতিকে জনগণ সম্মানিত করেছেন" "তোষণের পরিবর্তে সকলকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমরা কাজ করে চলেছি অর্থাৎ প্রতিটি প্রকল্পের সুযোগ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে" "১৪০ কোটি নাগরিকের বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও আস্থা উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে" "যখন কোনও দেশ বিকাশের পথে এগিয়ে চলে তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলা হয়" "তৃতীয়বারে আমরা তিনগুণ বেশি গতিতে কাজ করবো, তিনগুণ বেশি শক্তি প্রয়োগ করবো, যাতে তিনগুণ ফল পাওয়া যায়" প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে লোকসভায় জবাবী ভাষণ দিয়েছেন।

সংসদে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর ভাষণে বিকশিত ভারতের ধারণাকে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে শ্রী মোদী শ্রীমতী মুর্মুর পরামর্শের জন্য, তাঁকে ধন্যবাদ জানান। লোকসভায় গতকাল ও আজ রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বেশ কয়েকজন সাংসদ তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রসঙ্গে প্রথমবার নির্বাচিত যেসব সাংসদ বক্তব্য রেখেছেন, শ্রী মোদী বিশেষ করে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। নতুন সাংসদদের চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞ সাংসদদের তুলনায় কোনও অংশে কম নয় এবং তাঁদের বক্তব্য এই বিতর্ককে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই সরকারকে নির্বাচিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান। পর পর তিনবার তাঁরা এই সরকারকে নির্বাচিত করায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গর্বের বলে অভিহিত করেন। গত ১০ বছরে তাঁর সরকারের কাজের খতিয়ানের উপর ভারতের জনগণ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং তৃতীয়বারের জন্য সুশাসন অব্যাহত রাখার সুযোগ দিয়েছেন।' জনসেবা হি প্রভু সেবা' অর্থাৎ মানবসেবায় ঈশ্বরের সেবা এই নীতি অনুসরণ করে নাগরিকদের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার জনগণ বর্তমান সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার খুব কম সময়ে ২৫ কোটি দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের পর থেকে যে আপোষহীন নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তার জন্যই নির্বাচক মণ্ডলী আবারও তাঁদের সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন। "আজ সারা বিশ্বের কাছে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে প্রত্যেক দেশবাসী ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করেন"। তাঁর সরকারের প্রতিটি নীতি ও সিদ্ধান্ত দেশের কথা বিবেচনা করে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বের ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর সরকার 'দেশ সর্বাগ্রে' নীতি অনুসরণ করে চলে। সংস্কারের যে প্রক্রিয়া কার্যকর করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। গত ১০ বছরে সরকার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্রে এবং সর্বধর্মের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গীর নীতি অনুসরণ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত দীর্ঘসময় ধরে তোষণ নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু, এই প্রথম তাঁর সরকার নাগরিকদের সন্তুষ্টির কথা বিবেচনা করে ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ অনুসরণ করে চলে। জনগণ তাঁদের এই নীতির প্রতি আস্থা রেখেছেন। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে যাতে সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এর মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায় ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রকৃত নীতি অনুসরণ করা হয়। আর তাই, পর পর তিনবার দেশবাসী তাঁদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। শ্রী মোদী বলেন, এবারের নির্বাচনে আরও একবার ভারতবাসীর প্রজ্ঞা ও আদর্শের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। "জনগণ আমাদের নীতি, উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকারের প্রতি তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেছেন"। বিকশিত ভারত গড়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, এবারের নির্বাচনে মানুষ তাতে সমর্থন জানিয়েছেন। উন্নত দেশ গড়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও রাষ্ট্রের বিকাশের মধ্য দিয়েই সেই দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন পূরণ হয়, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিতও গড়ে ওঠে। ভারতবাসীকে উন্নত রাষ্ট্রের সুফল পেতে হবে, যা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। বিকশিত ভারত গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ভারতের গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে, পাশাপাশি মানুষ গর্ববোধ করবেন। তাঁদের জন্য বহু ধরণের সুযোগ তৈরি হবে। "বিশ্বের উন্নত শহরগুলির সঙ্গে ভারতের শহরগুলিও এক আসনে বসবে"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারতের অর্থ হ'ল, দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে নানাধরনের সুযোগ সমানভাবে পৌঁছানো এবং দক্ষতা, সম্পদ এবং সম্ভাবনার বিকাশ নিশ্চিত করা। সরকার সততার সঙ্গে বিকশিত ভারতের আদর্শকে অনুসরণ করবে বলে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের আশ্বাস দিয়েছেন। "২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে আমরা সর্বতোভাবে কাজ করে যাব"। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪'র পূর্ববর্তী সময়কালের কথা উল্লেখ করেন। সেই সময়ে দেশবাসী আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। হতাশা সকলকে গ্রাস করেছিল। সেই সময়কাল দুর্নীতিতে জর্জড়িত ছিল এবং দেশ নীতিহীনতার পঞ্জুত্বে ভুগছিল। সাধারণ মানুষ সবধরনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। গৃহ নির্মাণ, রান্নার গ্যাসের সংযোগ অথবা খাদ্যশস্য সংগ্রহ - সবক্ষেত্রেই উৎকোচ দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়।

২০১৪'র পূর্ববর্তী সময়কালে দেশের নাগরিকরা তাঁদের এই খারাপ অবস্থার জন্য নিজেদের ভাগ্যকেই দোষারোপ করতেন। "এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাঁরা আমাদের নির্বাচিত করেন"।

শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকার বিভিন্ন অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছে। তিনি সফলভাবে ফাইভ-জি প্রযুক্তির বাস্তবায়ন, সর্বোচ্চ কয়লা উৎপাদন, দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। "সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা হয়েছে"। সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ভোটদাতা তাঁদের মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "১৪০ কোটি নাগরিকের বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও আস্থা উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে"। এই আস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কালে দেশবাসীর মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, আজ আবার উন্নত রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের সেই মনোভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। গত ১০ বছরে ভারতের উন্নয়ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ ভারত নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করছে। আমাদের পুরনো রেকর্ড ভাঙতে হবে এবং দেশকে আরও উন্নত করে তুলতে হবে। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাব"।

গত ১০ বছরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত দশম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে নিজেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত করেছে। খুব শীঘ্রই তা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদক ও রপ্তানীকারক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর সরকারের বর্তমান সময়ে ভারত সেমিকন্ডাক্টার ক্ষেত্রেও বৃহত্তম উৎপাদক ও রপ্তানীকারক হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শ্রী মোদী বলেন, দেশ নতুন নতুন মাইলফলক স্পর্শ করছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের জন্য পরিষেবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৪ কোটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে এবং এই বাড়িগুলি দরিদ্র মানুষদের হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও তিন কোটি নতুন বাড়ি নির্মিত হবে। মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে ৩ কোটি দিদিকে লাখপতি করে তোলা হবে। তৃতীয়বারে তাঁর সরকার তিনগুণ বেশি গতিতে কাজ করবে, তিনগুণ বেশি শক্তি প্রয়োগ করবে, যাতে তিনগুণ ফল পাওয়া যায় বলে প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

শ্রী মোদী বলেন, ৬০ বছর পর, ধারাবাহিকভাবে তিনবার একটি সরকারের ক্ষমতায় আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে নাগরিকদের আস্থা প্রতিফলিত হয়। "এই সাফল্য সস্তার রাজনীতি করে অর্জিত হয় না, নাগরিকদের আশীর্বাদ পেলেই এটি অর্জন করা যায়"। দেশবাসী স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের রায়কে তিনি স্বাগত জানান। তাঁর ভাষণে লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দলের বিপুল সাফল্যের প্রসঙ্গটি তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন রাজ্যে তাঁদের ভোটের হার বেড়েছে বলেও শ্রী মোদী জানান। "জনতা জনার্দন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন"। সদ্য অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলিকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, মানুষের বার্তাকে উপলব্ধি করতে হবে। জনগণ উন্নয়নকে বেছে নিয়েছেন। বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে তাঁরা বাস্তবায়িত করতে চান। উন্নয়ন যাত্রার নতুন উদ্যমে সকলকে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা বিশৃঙ্খলা, বিভেদের রাজনীতি অনুসরণ করে এবং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায় - তাদের থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি। যারা বিভিন্ন বিষয়ে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে, তাদের সতর্ক করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করলে দেশে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেবে। সংসদের রীতিনীতি বজায় রেখে চলার জন্য তিনি অধ্যক্ষের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলির কাছে আবেদন জানান। সদনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। অধ্যক্ষকে সংসদে পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

আগামী ১৪ জুলাই রাজভবনের সামনে অবস্থানে বসতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী

পারেন। কিন্তু 'অবস্থানের দিন' নিয়ে আপত্তি ছিল বিজেপি বিধায়কের। শেষপর্যন্ত ১৪ জুলাই ধরনার দিন চূড়ান্ত হয়। শর্তসাপেক্ষে মিলল সেই অনুমতি। তবে আগামী ১৪ জুলাই রাজভবনের সামনে অবস্থানে বসতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী।

১-ম পাতার পর

রাজ্যসভায় প্রথমবার দাঁড়িয়েই সরকারকে চাপ সুধা মূর্তির

নিয়ে একের পর এক বিষয় উত্থাপন করলেন তিনি। প্রথমত, সার্ভিক্যাল অর্থাৎ জরায়ু মুখের ক্যানসারের কোপে সারা দেশ, মেয়েদের বাঁচাতে হলে শীঘ্রই টিকাদানের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। দ্বিতীয়ত, দেশের পর্যটন শিল্প থেকেও বেশ কিছু খামতি তুলে ধরেছেন ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য সুধা মূর্তি দাবি করেছেন, করোনার সময় যেভাবে টিকাকরণ অভিযান চালানো হয়েছিল, সেভাবেই মহিলাদের জরায়ু ক্যানসার থেকে রক্ষা করার জন্য একটি টিকা প্রচারা অভিযান চালানো উচিত। অর্ধেক জনসংখ্যার মধ্যে এই রোগের কেস খুব দ্রুত বাড়ছে।

তাঁর আরও দাবি, আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন যে নারীরা, নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন না। তাই কোনও মহিলা যদি কখনও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে পৌঁছোন, তখনই জানা যায় যে তার জরায়ুর ক্যানসার তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে ওই মহিলাকে বাঁচানোও কঠিন হয়ে পড়ে। মূর্তির দাবি, বাবা বলতেন নারীরা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। মহিলার মৃত্যুর পর স্বামী অন্য স্ত্রী পেলেও সন্তানরা আর মাকে পায় না। তাঁর আরও দাবি যে সরকার কোভিডের সময় দায়িত্ব সহকারেই, সারা দেশকে ভ্যাক্সিন দিয়েছে। তাই ৯-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের সার্ভিকাল টিকা প্রদান করাও খুব একটা কঠিন নাও হতে পারে। সার্ভিকাল টিকা পশ্চিমে তৈরি করা হয়েছে। গত ২০ বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে এই টিকা। স্বাস্থ্য সুবিধাও দিচ্ছে এটি। খুব একটা ব্যয়বহুলও নয়। টিকার দামের প্রসঙ্গ তুলে সুধা মূর্তি বলেছেন, আজ আমার মতো যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের জন্য এটি ১,৪০০ টাকা। আর সরকার যদি হস্তক্ষেপ করে এবং এই বিষয়টি ভেবে দেখে, তাহলে অবশ্যই টিকাটি ৭০০-৮০০ টাকার মধ্যে কিনে ফেলা যাবে। আমাদের দেশে এত বড় জনসংখ্যা, ভবিষ্যতে আমাদের মেয়েদের জন্যই এটি উপকারি হবে।

ভারতের পর্যটন শিল্পের খামতিও নজর কেড়েছে সুধা মূর্তির। এছাড়াওপর্যটনের কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, মানুষ অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল দেখতে যান। কিন্তু দেশে ৫৭টি এমনই ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্ণাটকের শ্রাবণবেলা গোলায় বাহুবলী মূর্তি, লিঙ্গরাজ মন্দির, ত্রিপুরার উনাকোটি শিলা খোদাই, মহারাষ্ট্রের শিবাজি দুর্গ, মিতাওয়ালির চৌসাথ যোগিনী মন্দির, গুজরাটের লোথাল এবং গোল গুম্বাদ ইত্যাদি। যেগুলি সম্পর্কে তেমন কোনও প্রচারণাও করা হয়নি বা জনগণও এই বিষয়ে জানেন না।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রীরঙ্গমের মন্দিরগুলো চমৎকার। সারনাথের ২৫০০ বছরের পুরনো স্মৃতিস্তম্ভগুলির, এখনও তো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির মধ্যে নেই। মধ্যপ্রদেশের মিতাওয়ালিতে হাজার বছরের পুরনো চৌসাথ যোগিনী মন্দির থেকে পুরনো সংসদ ভবনের নকশার প্রোটোটাইপিংও করা হয়েছে। মূর্তির কথায়, ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতের মানুষই সচেতন নন। তাই সরকারের উচিত, এই প্রত্যেকটি সাইটকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এমনটাই দাবি করেছেন ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তির স্ত্রী এবং ইউকে-র প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের শাশুড়ি সুধা মূর্তি।

বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা সুধা নিজের কাজের গুণেই গোটা দেশে পরিচিত। তাঁর পরিচয়ে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছেন স্বামী তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের কো-ফাউন্ডার নারায়ণ কৃষ্ণমূর্তি। তাঁর স্বামী-স্ত্রী। তাঁরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের শ্বশুর-শাশুড়ি।সুধা প্রথম ভাষণে নারী স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করেন জরায়ু মুখ ক্যান্সার মোকাবিলার বিষয়ে। নয় থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের বিশেষ টিকা দেওয়া গেলে এই ক্যান্সার থেকে অনেকটাই মুক্তি মেলে। ভারতে প্রতি বছর কয়েক লাখ নারী মারা যান জরায়ু মুখ কান্সারে। সুধার দাবি, সরকার নিখরচায় এই টিকার ব্যবস্থা করুক। এই প্রসঙ্গে তাঁর বাবার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন সুধা। বলেন, 'আমার বাবা বলতেন, হাসপাতালে যখন একজন মা মারা যান, সরকারের খাতায় একটি মৃত্য যোগ হয়। কিন্তু পরিবারকে, বিশেষ করে সন্তানদের গ্রাস করে বিশাল শূন্যতা।'

করোনা মোকাবিলায় সরকারের তরফে নিখরচায় টিকা দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুধা বলেন, জরায়ু মুখ ক্যান্সারের টিকাটির বাজার দর ১৪০০ টাকা। শুরুতে সরকার অর্ধেক খরচ দিলে বাকিটা বিভিন্ন সংস্থা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে পারে। শুরুটা হোক। ইউরোপ কুড়ি বছর আগে থেকে এই টিকা ব্যবহার করছে। সুধা ভাষণ দেওয়ার সময় রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্ল। তিনি সভায় উপস্থিত রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে অনুরোধ করেন সুধার বক্তব্য যেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে তিনি জানিয়ে দেন। সুধা পর্যটন নিয়েও সরকারকে নতুন করে ভাবতে বলেছেন। ভারতে এখন ৪২টি পর্যটন কেন্দ্র আছে যেগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। সুধা বলেন, আর ৫৭টি পর্যটন কেন্দ্র আছে যেগুলির এই তালিকায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আছে। সরকারের উচিত এই ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ০৪ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৯ আষাঢ়, ১৪৩১

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

অনুরোধ শেষতক মেনে নিতে হলো বিশ্ববসুকে। নীলমাধবের দর্শন পেয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভরে পূজা করলেন বিদ্যাপতি। আর তখনই আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এলো,

নীলমাধব যখন স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদুম্নের পূজো নিতে চান, তখন কি আর দেরি করা যায়? চটজলদি খবর পাঠানো হলো রাজা ইন্দ্র্যদ্যুম্নের কাছে। রাজা বিস্ময়ে মহানন্দে সব ব্যবস্থা করে হাজির হলেন জঙ্গলের মাঝে নীলমাধবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছনো মাত্রই আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শপথ গ্রহণ ইস্যুতে
মমতার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনে বিজয়ী তৃণমূলের দুই প্রার্থীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যপাল মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। এই মামলা বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানি হবে।

রাজ্যপাল অভিযোগ করেন, তার সম্মানহানির চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেউ আমার সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করলে, তাকে ভুগতে হবে। রাজ্যপালের মতে, মুখ্যমন্ত্রী তার সাংবিধানিক সঙ্গী, কিন্তু তার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগে মানহানির মামলা করেছেন।

এই বিরোধের মূলে রয়েছে তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণের স্থান। রাজ্যপাল চান, শপথ হোক রাজভবনে, আর মুখ্যমন্ত্রী চান, শপথ হোক বিধানসভা ভবনে। তৃণমূলের জয়ী বিধায়করা, অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন, বিধানসভা ভবনে শপথ গ্রহণের দাবিতে ২৬ জুন থেকে আম্বেদকরের ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা অভিযোগ করেন, রাজভবনে নারীদের জন্য নিরাপদ নয়। রাজ্যপালের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ। এর মধ্যে রাজভবনের এক নারী কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে।

রাজ্যপাল ২৬ জুন রাজভবনে শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু তৃণমূলের দাবির কারণে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে যায়। শপথের দাবিতে ধর্মতলায় অবস্থান নেওয়া তৃণমূলের দুই জয়ী প্রার্থী প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বলেন, 'শপথ গ্রহণের জন্য আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি'।

সম্পাদকীয়

গত বছরের তুলনায় জুন ২০২৪-এ কয়লা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

ভারতে জুন ২০২৪-এ কয়লা উৎপাদন সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৮৪.৬৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। গত বছর এই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ১৪.৪৯ শতাংশ। গত বছর ওই একই সময় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৩.৯২ মিলিয়ন টন। জুন ২০২৪-এ কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ৬৩.১০ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করেছে। গত বছর ওই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ৮.৮৭ শতাংশ। গত বছর এই সময় তাদের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৭.৯৬ মিলিয়ন টন। এছাড়াও সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ক্যাপটিভ খনি বা অন্যত্র থেকে জুনে ১৬.৬৩ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। গত বছর ওই সময় যা ছিল ১০.৩১ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৫৫.৪৯ শতাংশ। জুন মাসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ভারতের কয়লা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫.৭৬ মিলিয়ন টন। গত বছর ওই সময় যার পরিমাণ ছিল ৭৭.৮৬ মিলিয়ন টন। বৃদ্ধির হার ১০.১৫ শতাংশ। জুন ২০২৪-এ সাময়িক হিসাব অনুযায়ী কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ৬৪.১০ মিলিয়ন টন কয়লা সরবরাহ করেছে। গত বছর ওই সময় যার পরিমাণ ছিল ৬০.৮১ মিলিয়ন টন। বৃদ্ধির হার ৫.৪১ শতাংশ। এর অতিরিক্ত ক্যাপটিভ খনি বা অন্যত্র থেকে কয়লা সরবরাহের পরিমাণ ১৬.২৬ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। গত বছর যা ছিল ১১.৩০ মিলিয়ন টন। বৃদ্ধির হার ৪৩.৮৪ শতাংশ। এছাড়াও কয়লা সংস্থাগুলি কয়লা মজুতের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়ে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৯৫.০২ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। উল্লেখযোগ্য এই বৃদ্ধির হার ৪১.৬৮ শতাংশ। কয়লা ক্ষেত্রে সামগ্রিক দক্ষতাই এর মাধ্যমে ফুটে উঠছে। এর পাশাপাশি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কয়লা মজুত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৭০ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধির হার ৩০.১৫ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের দিশা অর্জনের লক্ষ্যে কয়লা মন্ত্রক নিরলস প্রয়াস এবং কৌশলগত প্রক্রিয়া হাতে নেওয়ায় জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়েছে।

৩ পাতার পর

এনএমএমএসএস-এর আওতায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে (৩০ জুন, ২০২৪-এর পর থেকে) আবেদন জমা দেওয়ার জন্য জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল খুলে গেল

(link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.scholarships.nspotr&pli=1)

(গ) মোবাইল অ্যাপটি খুলে 'ই-কেওয়াইসি উইথ ফেসঅথ' অপশন বেছে নিন। এটি লাল রং-এ চিহ্নিত রয়েছে। জাতীয় বৃত্তি পোর্টালে দুটি স্তরে যাচাইকরণ করা হয় - প্রথম স্তরের যাচাইকরণ করেন প্রতিষ্ঠানের নোডাল অফিসার, দ্বিতীয় স্তরের যাচাইকরণ করেন জেলাস্তরের নোডাল অফিসার। প্রথম স্তরের যাচাইকরণের শেষদিন চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় স্তরের ৩০ সেপ্টেম্বর।

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অংশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা কমাতে এবং তাঁদের পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়েওন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ স্কিম' (এনএমএমএসএস) চালু করা হয়। প্রতি বছর এর আওতায় নবম শ্রেণীর ১ লক্ষ বাছাই করা পড়ুয়াকে বৃত্তি দেওয়া হয়। তাঁরা যাতে রাজ্য সরকার, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভা-চালিত স্কুলগুলিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেন, সেজন্য এই বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৪-এর জন্য ১৫ জুলাই পর্যন্ত স্ব-মনোনয়ন চালু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৪-এর জন্য ২৭ জুন থেকে অনলাইনে স্ব-মনোনয়ন চালু করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রকের পোর্টাল http://nationalawardstoteachers.education.gov.in-এ এই মনোনয়ন পাঠানো যাবে। ১৫ জুলাই মনোনয়ন পেশের শেষদিন। এ বছর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় এই তিনটি স্তরে ৫০ জন শিক্ষককে বেছে নেওয়া হবে। ৫ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি। প্রতি বছর শিক্ষামন্ত্রকের অধীন বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতর শিক্ষক দিবসে অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় স্তরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সেখানে সেরা শিক্ষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন, স্থানীয় সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রাথমিক/জুনিয়র/উচ্চ/উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকরা এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠাতে পারেন। স্কুলগুলিকে অবশ্যই রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বোর্ডের স্বীকৃতি পেতে হবে। কেন্দ্রীয় স্কুলগুলির মধ্যে রয়েছে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, জহর নবোদয় বিদ্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সৈনিক স্কুল, পরমাণু শক্তি শিক্ষা সোসাইটি পরিচালিত স্কুল এবং একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়। এছাড়া সিবিএসই এবং সিআইএসসিই স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরাও মনোনয়ন পাঠাতে পারবেন।

৩ পাতার পর

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবী ভাষণ

জরুরি অবস্থার সময়কালের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, যাঁরা দেশে একনায়কতন্ত্রের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের জন্যই নাগরিকরা নির্যাতিত হতেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভা থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকরের পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। বাবাসাহেব বলেছিলেন, সংবিধানে তপশিলি জাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের অধিকার রক্ষার কথা বলা থাকলেও সরকার সেই অধিকার রক্ষা করছে না। জগজীবন রামজি, চৌধুরী চরণ সিংজি এবং সীতারাম কেশরীজির মতো বিশিষ্ট নেতাদের উপর নির্যাতনের প্রসঙ্গটিও তিনি উল্লেখ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোয় অভিভাষণের উদ্বৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি এমন এক ধর্মের অনুসারী, যে ধর্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় এবং বিশ্ব জুড়ে যার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিষ্ণুতা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার মানসিকতার জন্যই ভারতের গণতন্ত্র এবং বৈচির্ত্যে আজ বিকশিত। অথচ আজ যেভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এবং এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীগুলির শৌর্য্য ও শক্তির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বাহিনীগুলিকে উন্নত ও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকার জন্য সরকার সবধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একটি যৌথ কম্যান্ড গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই কাজ আগেই হওয়া উচিৎ ছিল, তবে এখন এটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদ তৈরি করে সেই পদে নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হাতে নেওয়া হয়েছে, সেই প্রসঙ্গটিও প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই বাহিনীগুলি হবে তারুণ্যে ভরপুর। তাই, বাহিনীগুলিতে তরুণ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার সময়োচিত সংস্কার বাস্তবায়িত করছে। শ্রী মোদী যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের বাহিনীগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে সরকারের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। সমরাস্ত্র অথবা প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলি দেখা যাচ্ছে, তার মোকাবিলা করতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ভুয়ো অভিযোগ আনা অব্যাহত রয়েছে। অথচ, অতীতে দুর্নীতির কারণে সশস্ত্র বাহিনীগুলির দক্ষতা ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার 'এক পদ - এক পেনশন' প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। এই প্রকল্পটি বহু আগেই কার্যকর হওয়া উচিৎ ছিল। কোভিড অতিমারীর সময় নানা সমস্যা সত্ত্বেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করে।

সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সমস্যাটি সমাধানে তাঁর সরকার অত্যন্ত সক্রিয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে তিনি যুবসম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্নাতক স্তরে নিট প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। "কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই একটি কঠোর আইন বলবৎ করেছে। বাছাই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে"। শ্রী মোদী বলেন, গত ১০ বছর ধরে তাঁর সরকার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে, প্রত্যেকের বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে, প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের জন্য পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করতে, সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য শক্তিশালী করতে, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনে আরও সক্রিয় হতে, ভারতকে পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে, পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে, উন্নত ভারতের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে, যুবসম্প্রদায়কে ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ করে তুলতে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর ভাষণে সেগুলি উল্লেখ করেন। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত ১৮ বছরের মধ্যে এই প্রথম বেসরকারি ক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থান হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বের কাছে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারত উদাহরণ হয়ে উঠেছে। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব আমাদের সফল ডিজিটাল উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

ভারতের উন্নয়ন যাত্রার সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাদের কাছে দেশের উন্নয়ন সমস্যার কারণ, যারা ভারতের গণতন্ত্র জনবিন্যাস ও বৈচির্ত্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মনে হচ্ছে, ভারতের উন্নয়নকে ব্যাহত করার জন্য ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং উন্নয়নযাত্রার ভিতকে দুর্বল করতে কোনও কোনও মহল সক্রিয়। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে"। সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে, এ ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে নাগরিকদের আহ্বান জানান তিনি। "দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকে ভারত কখনই মেনে নেবে না"। শ্রী মোদী বলেন, সারা বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে, পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল ব্যবস্থাপনার বিষয়েও খোঁজখবর রাখছে। উন্নত ভারত গড়ে তুলতে সংসদের প্রত্যেক সদস্যের সদর্থক ভূমিকার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। "নাগরিকদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে"। বর্তমান সময়কালে ইতিবাচক রাজনীতির গুরুত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন। "আসুন, আমরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সুপ্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি"। ভাষণ চলার সময় উত্তর প্রদেশের হাতরাসে পদপিষ্ট হয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের নিকটাত্মীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জানান। দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে রাজ্য সরকার সক্রিয় বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যাতে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে আসা সাংসদদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। তাঁরা সংসদ থেকে অনেক কিছু শিখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরিশেষে, শ্রী মোদী রাষ্ট্রপতিকে অভিভাষণ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য জানানোয় তিনি সাংসদদেরও ধন্যবাদ জানান।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এধরণের উক্তির অসংলগ্নতা মাপারও কোন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নাই। তাই এই ধরণের সাইকোলজিকাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেও অযৌক্তিক হয় না। তাই ঈশ্বর দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তির সমকক্ষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই বা হতে পারে না। অনেক যোগী, ঈশ্বরের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করতে পারেন সাধনার মধ্য দিয়ে। এবং তার জন্যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে সাধনায় ব্রতী হতে হয়। এবং তার পরে পাওয়া যায় সিদ্ধি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

'আজব কারখানা'র জন্য ঢাকায় পরমব্রত, প্রেক্ষাগৃহে আসছে ১২ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১২ জুলাই ঢাকায় মুক্তি পাবে তার নতুন ছবি 'আজব কারখানা'। শবনম ফেরদৌসী পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য এই সিনেমার প্রেসমিটে অংশ নিতে গতকাল বাংলাদেশে এসেছেন এই তারকা। কাকতালীয়ভাবে এদিন ছিল পরমব্রতের জন্মদিন, বিশেষ এই দিনটি তার কাটলো ঢাকাতেই।

এই ছবির মধ্য দিয়ে প্রথমবার বড়পর্দায় অভিষেক হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ র‍্যাম্প মডেল শাবনাজ সাদিয়া ইমির। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেধাবী অভিনেত্রী দিলরুবা দোয়েল। আরও দেখা যাবে বাংলার লোকগানের একাধিক গুণী শিল্পীকে। অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফাহমিদা নবী ও আসিফ ইকবালের মতো তারকারা।

সামিয়া জামান প্রযোজিত সরকারি অনুদানের এই সিনেমার মুক্তির তারিখ ঘোষণা, পোস্টার উন্মোচন ও টিজার প্রকাশ উপলক্ষ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি অভিজাত ক্লাবে আয়োজন করা হয় এক প্রীতি অনুষ্ঠান।

এদিকে, ছবিটি এরইমধ্যে দেশ-বিদেশের একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। পেয়েছে পুরস্কারও। প্রযোজক সামিয়া জামান বলেন, 'ছবিটি নিয়ে আমরা অনেক বছর ধরে কাজ করেছি। অবশেষে যে দর্শকের জন্য সিনেমাটি নির্মাণ করেছি- তাদের দেখানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা আগামী ১২ জুলাই থেকে প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

পরমব্রত বললেন, 'আসলে জন্মদিনের (২৭ জুন) বাইরে আমার আর ডেট ফাঁকা পাচ্ছিলাম না। আবার এখানে (ঢাকা) আসাটাও জরুরি 'আজব কারখানা'র জন্য। এই সিনেমাটি আমার অনেক কাছের এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভাবলাম, জন্মদিনটা যদি কলকাতার বাইরে কাটাতেই হয়, তবে ঢাকার চেয়ে বেটার কিছু হতে পারে না। কারণ এই শহরের সঙ্গে আমার অন্যরকমের একটা সুতো বাঁধা আছে। একটা টান রয়েছে। সেজন্যই জন্মদিনের তারিখটা কলকাতা থেকে বের করে নিয়েছি ঢাকার জন্য।'

'আজব কারখানা' ছবিটি নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ছবিটি করতে রাজী হয়েছিলাম শুধুমাত্র গানের প্রতি ভালোবাসা থেকে। কারণ গানের পরিবেশেই আমার বেড়ে ওঠা। আমার বাবা মা দু'জনই বাংলা গানের প্রচার প্রসারে কাজ করে গেছেন। আমি নিজেও সাধুসঙ্গসহ অনেক কিছু করেছি বাংলা গানকে ভালো করে জানতে। সেই বাংলার গান নিয়ে একটি চলচ্চিত্র হচ্ছে, যেখানে আমি একজন রকস্টারের চরিত্র করতে পারবো, এই লোভ সামলাতে পারিনি।'

পরমব্রত বলেন, 'ছবিটি এর আগে কলকাতায় দুবার প্রদর্শিত হয়েছে। একবার প্রদর্শনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন ছবিটি দর্শকের কেমন লেগেছে সেটি তাদের চোখে মুখে আমি দেখেছি। কারণ গান ভালোবাসে এমন অজস্র দর্শক আমাদের বাংলায় রয়েছে। আমার বিশ্বাস তারা এই ছবিটি দেখবেন।'

সিনেমা অভিষেক হওয়া নিয়ে শাবনাজ সাদিয়া ইমি বলেন, আমি এমন একটি ছবি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলাম যেটি নিয়ে সব সময় প্রাউড ফিল করতে পারি। 'আজব কারখানা' তেমনি একটি সিনেমা। ছবিটি করতে রাজী হই আমার বিপরীতে পরমব্রতর মতো অভিনেতা আছে দেখে। তারসঙ্গে কাজ করে আমি অভিনেত্রী হিসেবে অনেক উন্নত হয়েছি বলে মনে করি। আমার আগামী কাজগুলো নির্ভর করবে এই ছবির ফলাফলের ওপর। তাই আমি সবাইকে বলবো ছবিটি হলে এসে দেখুন, আশা করছি নিরাশ হবেন না।

সারা রাত কাঁদতেন কারিশমা, লুকিয়ে দেখতে হতো কারিনাকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কাপুর পরিবারের কন্যা কারিশমা কাপুর ও কারিনা কাপুরের একে আপরের প্রতি ভালবাসার কথা শোনা যায় বলিউডের আনাচেকানাচে। পরস্পরকে চোখে হারান তারা। স্বামী সঞ্জয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া চলার সময় বোন কারিনাকে কারিশমার পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে সব সময়। কখনও দিদির পাশ থেকে সরতে দেখা যায়নি কারিনাকে। তবে একটা সময় ছিল, যখন প্রায় সারা রাত কাঁদতেন কারিশমা, আড়াল থেকে শুধু দেখে যেতে হতো কারিনাকে।

কাপুর পরিবারের মেয়ে হয়ে কারিশমাই প্রথম, যিনি সিনেমা জগতে পা রেখেছিলেন। নব্বই দশকে 'রাজাবাবু', 'জিগর', 'কুলি নম্বর ওয়ান', 'হাসিনা মান জায়েগি', 'রাজা হিন্দুস্তানি'-সহ একের পর এক হিট ছবি তার ঝুলিতে। কাপুর পরিবারের মেয়ে, তবু বলিউড অভিষেকটা তার খুব সহজে হয়নি। অনিশ্চয়তায় পূর্ণ ছিল সেই সময়টা। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরেই বার বার কোণঠাসা হয়েছেন কারিশমা। কারিনা জানান, সেই সময় প্রতি রাতে দিদিকে দেখতেন মা ববিতার কাছে কান্নাকাটি করতে। যদিও কারিনা নিজে সেই সময় খুব ছোট, তাই তেমন ভাবে সাহায্য করতে পারেননি দিদিকে।

কারিনার কথায়, 'প্রায় প্রতি রাতে দিদিকে দেখছি কাঁদতে। মাকে বলত, হয়তো আমি পারব না। আমাকে সকলে মিলে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। এই কথাগুলো শুনতাম আমি আড়াল থেকে। মা-দিদির কষ্ট, ওদের যন্ত্রণাটা দেখেছি আমি। আর ওদের কষ্ট পেতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। তাই আমি প্রথম থেকেই নিজেকে তেমন ভাবেই প্রস্তুত করেছিলাম।'

যদিও এক-দশক সফল অভিনয় কেরিয়ার ছিল কারিশমার। বিয়ের পর অবশ্য নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি। তবে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ফের নতুন করে অভিনয়ে মন দিয়েছেন কারিনার দিদি লোলো।

তুমিই আমার সেরা ট্রাভেল পার্টনার: রুক্মিণীকে দেব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে রুক্মিণী মৈত্রর অভিনীত সিনেমা 'বুমেরাং'। ছবির প্রচারে গত কয়েক সপ্তাহ ব্যস্ত সময় পাড় করছেন অভিনেত্রী।

২৭ জুন রুক্মিণীর জন্মদিন। বিশেষ দিনটি প্রতিবছর পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে পছন্দ করেন রুক্মিণী তবে এবারে বিশেষ দিনেও তিনি ছবির প্রচারে ব্যস্ত।

তবে এদিন বিকেলে একটি মাল্টিপ্লেক্সে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য 'বুমেরাং' দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। ছবির প্রদর্শন উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রুক্মিণী। এদিকে বুধবার লোকসভায় গিয়ে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন দেব। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রুক্মিণীর সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন রুক্মিণী। তোমার উপস্থিতি আমার জীবনকে সুন্দর করে তুলেছে। তুমি যা যা চেয়েছ ঈশ্বর যেন সেগুলো সব তোমাকে উপহার দেন। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তুমিই আমার সেরা ট্রাভেল পার্টনার। শুভ প্রতিদিন, শুভ প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত।'

সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে ভক্ত-অনুরাগীর এ তারকা জুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, বিয়েটা এবার করে ফেলো। বয়স কাউকে ছাড় দেয়না। ছোট দেব ও ছোট রুক্মিণীকে আমরা কবে দেখতে পাবো। তোমাদের জন্য শুভকামনা রইলো।

আরেক ভক্ত মজা করে লিখেছেন, আমার হৃদয় ভেঙ্গে দেয়ার জন্য প্রতিবার রুক্মিণীর জন্মদিনে তোমার করা পোস্টই যথেষ্ট। বিশ্বাস করো তোমার এবারের পোস্ট আমার হৃদয় কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো। সবাই বলে তোমার প্রতি এ ভালোবাসা নাকি অ্যাটট্রাকশন । আমি চাই তোমরা খুব ভালো থাক। রুক্মিনী এবং তোমাকে একসঙ্গে খুশি দেখে আমিও আনন্দ অনুভব করি।

শেষবার রুক্মিণী মৈত্রকে জিতের সঙ্গে বুমেরাং ছবিতে দেখা গিয়েছে। আগামীতে তাকে নটী বিনোদিনী ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে। এছাড়া সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের টেক্কা ছবি তো আছেই। সেখানেও একেবারে নতুন লুকে ধরা দেবেন দেব প্রেয়সী।

প্রসঙ্গত, দেব এবং রুক্মিণী বিগত কয়েক বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তারা বিয়ের কথা কিছুই ঘোষণা করেননি। তবে যে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান মূলত একে অন্যের জন্মদিনটি মনে রাখার মতো করে পালন করেন। ঘুরতে যান নানা জায়গায়।

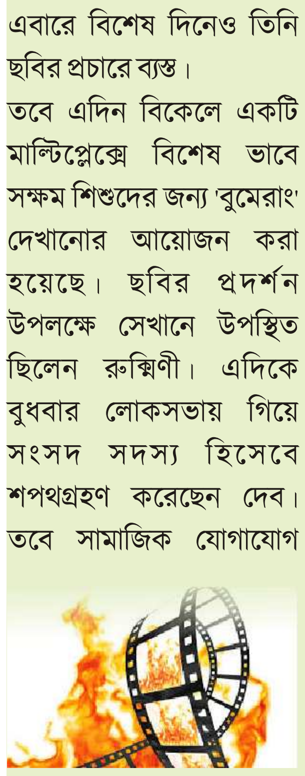

ক্যান্সারে আক্রান্ত অভিনেত্রী হিনা খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন ভারতীয় মডেল-অভিনেত্রী হিনা খান। গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন চাউর হয়, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে নীরব ছিলেন অভিনেত্রী। শুক্রবার এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে গুঞ্জনকে সত্য বলে জানান হিনা। এরই মধ্যে চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিজেই। ইনস্টাগ্রাম বিবৃতিতে হিনা খান লিখেছেন, চলমান গুঞ্জন আমার নজরে পড়েছে। যারা আমার ভক্ত, যারা আমাকে ভালোবাসেন, সবার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শেয়ার করছি। আমি ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত, এখন তা স্টেজ থ্রিতে রয়েছে। এমন একটি রোগ শনাক্ত হওয়ার পরও বলছি, আমি ভালো আছি। ক্যান্সারমুক্ত হওয়ার বিষয়ে আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী। এরই মধ্যে আমার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ক্যান্সারমুক্ত হওয়ার জন্য যা যা করণীয় তা করার জন্যও আমি প্রস্তুত।

বিবৃতিতে হিনা আরও বলেন, 'আপনাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি, এই সময়ে আমার প্রাইভেসি রক্ষায় সহযোগিতা করুন। আমার জন্য দোয়া করবেন।' উল্লেখ্য, টিভি সিরিয়ালে অভিনয়ের জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন হিনা। পরে কয়েকটি রিয়্যালিটি শোতে কাজ করে সিনেমাতেও অভিনয় করেন।

দীপিকা-ক্যাটরিনা-আনুশকার সঙ্গে প্রেম, অতঃপর যাকে বিয়ে করলেন মাল্য-পুত্র সিদ্ধার্থ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এক বছর সম্পর্কে থাকার পর ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রেমিকা জেসমিনের সঙ্গে বাগদান পর্ব সারেন ভারতীয় শিল্পপতি বিজয় মাল্যের পুত্র সিদ্ধার্থ মাল্য। গত শনিবার লন্ডনে তার সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সিদ্ধার্থ।

আমেরিকার বাসিন্দা জেসমিন পেশায় সমাজকর্মী। তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর আগে বলিপাড়ার একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল সিদ্ধার্থের। তার প্রেমিকার তালিকায় ছিল দীপিকা পাড়ুকোন, ক্যাটরিনা কাইফ ও আনুশকা শর্মাসহ আরও অনেকের নাম।

বলিপাড়ায় ক্যারিয়ার তৈরির গোড়ার দিকে সিদ্ধার্থের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলি অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। নিজেদের সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে চাইলেও তাদের মাখোমাখো প্রেম ফটোগ্রাফারদের নজর এড়ায়নি।

কানাঘুষো শোনা যায়, বলি অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরই নাকি সিদ্ধার্থের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দীপিকা। একসঙ্গে 'ডিনার ডেট'-এ যাওয়া থেকে আইপিএল ভিআইপি স্ট্যান্ডে দীপিকাকে জড়িয়ে ধরে সিদ্ধার্থের চুম্বন সব কিছুই ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ত ফটোগ্রাফারদের।

কিন্তু দীপিকা এবং সিদ্ধার্থের মিষ্টি সম্পর্কে ইতি টানে তিক্ততা। প্রেম ভাঙার পর বারবার দীপিকার দিকে আঙুল তুলেছিলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের দাবি, সম্পর্কে থাকাকালীন প্রচুর দামি উপহার নিয়েছিলেন দীপিকা। দামি হীরা থেকে শুরু করে ঘুরতে যাওয়ার সমস্ত খরচই নাকি সিদ্ধার্থ দিতেন। শোনা যায়, দীপিকার বান্ধবীদের পার্টি দেওয়ার খরচও ছিল সিদ্ধার্থের। সম্পর্কে ভাঙনের পর নাকি কোনও উপহারই সিদ্ধার্থকে ফেরত দেননি অভিনেত্রী।

সিদ্ধার্থের দিকেও কাদা ছুড়তে বাদ রাখেননি দীপিকা। এক পুরনো সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, "আমি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সিদ্ধার্থের আচরণ বদলে যেতে শুরু করল। আমার এখনও মনে আছে, আমরা একবার 'ডিনার ডেট'-এ গিয়েছিলাম। ও হঠাৎ আমায় বলল আমি যেন সমস্ত বিল মিটিয়ে দিই। আমার খুব খারাপ লেগেছিল।"

বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায়, দীপিকার সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন নাকি বলি অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গেও প্রেম করতেন সিদ্ধার্থ। ২০১৪ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিদ্ধার্থ স্বীকার করেছিলেন- আনুশকার প্রেমের গুঞ্জন তার কানেও পৌঁছেছে। সিদ্ধার্থ বলেছিলেন, "আনুশকার সঙ্গে আমার মোট দু'বার দেখা হয়েছিল। সেই দু'বারই দীপিকা ছিল আমার সঙ্গে। তাছাড়া কখনওই আনুশকার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও রকম যোগাযোগ হয়নি আমার।"

শুধু দীপিকা নন, রণবীর কাপুর আরেক প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল মাল্য-পুত্রের। শোনা যায়, বলি অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে কিছু দিন ডেট করেছিলেন সিদ্ধার্থ। দু'জনকে একসঙ্গে বহু জায়গায় দেখাও যেত। তবে সেই সম্পর্ক বেশি দিন টেকেনি। বলিপাড়ার একাংশের দাবি, ক্যাটরিনা এবং সিদ্ধার্থের ভাবনাচিন্তা একেবারেই অন্য রকম ছিল বলে তাদের সম্পর্ক টেকেনি।

'জান্নাত' ছবিতে ইমরান হাশমির বিপরীতে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সোনাল চৌহান। বলিপাড়ার গুঞ্জন, সোনালের সঙ্গে নাকি সম্পর্কে ছিলেন সিদ্ধার্থ। বহু পার্টিতে তাদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে সোনালের সঙ্গেও সিদ্ধার্থের সম্পর্কের স্থায়িত্ব বেশি দিনের ছিল না।

'স্লামডগ মিলিয়নেয়ার' ছবিতে অভিনয় করে রাতারাতি বলিপাড়ায় নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন ফ্রিডা পিন্টো। ফ্রিডার সঙ্গেও নাকি সম্পর্কে ছিলেন সিদ্ধার্থ।

২০১৬ সালের নিউ ইয়র্কের রাস্তায় সিদ্ধার্থের সঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছিল ফ্রিডাকে। একাধিক পার্টিতেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাদের। তবে বলিপাড়ার একাংশের দাবি, তারা শুধুই ভাল বন্ধু।

মডেলিং পেশায় থাকাকালীন সিদ্ধার্থের সঙ্গে আলাপ হয় মডেল-অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা জনসনের। শোনা যায়, অ্যাঞ্জেলাকেও নাকি ডেট করতেন সিদ্ধার্থ। প্রায় এক বছর পর তাদের সম্পর্কে দাঁড়ি পড়ে যায়।

'শাদি নাম্বার ওয়ান', 'মানি হ্যায় তো হানি হ্যায়', 'হে বেবি', 'কিডন্যাপ', 'ড্যাডি কুল্ক্ষ', 'শুটআউট অ্যাট ওয়াডলা', 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বাই দোবারা'-র মতো বহু হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে সোফি চৌধুরিকে। ব্রিটিশ গায়িকা-অভিনেত্রী সোফির সঙ্গেও নাম জড়িয়েছিল সিদ্ধার্থের।

শোনা যায়, সোফিকে নাকি বেশ কিছু দিন ডেট করেছিলেন সিদ্ধার্থ। মাঝেমধ্যেই নাকি 'লং ড্রাইভ'-এ সিদ্ধার্থের সফরসঙ্গী হতেন সোফি। 'ডিনার ডেটেও' যেতেন তারা। তবে সোফি এবং সিদ্ধার্থের সম্পর্কের আয়ু ছিল খুবই কম সময়ের।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি, বলি অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরির সঙ্গেও নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশি দিন টেকেনি।

রোনাল্ডো ঘোষণা করলেন ইউরো ২০২৪ তাঁর শেষ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পর্তুগালে তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সোমবার প্রচার মাধ্যমে জানিয়েছেন এই ইউরো প্রতিযোগিতাই তাঁর শেষ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ।

স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে টাই ব্রেকারে ৩ - ০ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করে ৩৯ বছরের পর্তুগিজ ফুটবল তারকা বলেন, "কোন সন্দেহ নেই এটাই আমার শেষ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। তবে আমি আবেগ তাড়িত নই। আমি আনন্দিত আমার পরিবার আমার সমর্থকরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছে।" চলতি ইউরো প্রতিযোগিতায় রোনাল্ডো এখনো পর্যন্ত একটিও গোল করেনি। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে তিনি অবশ্য একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন গোল করার, কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে পাওয়া পেনাল্টি থেকে নেয়া তাঁর শট স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক জান ওব্লাক অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন। পর্তুগাল অতিরিক্ত সময়ে খেলতে নামার সময় দেখা যায় রোনাল্ডোর চোখে জল। পরে তিনি বলেন, "পৃথিবীর সব থেকে ভালো প্লেয়ারেরও কখনো কখনো খারাপ সময় যায়। আমি ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম কারণ ওই সময় আমাকে টিমের খুব দরকার ছিল। তবে তখন দুঃখ পেলেও এখন আমি খুশি। আমি কিছু ভুল না করলেও ওব্লাক দারুন দক্ষতায় পেনাল্টি বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু সব থেকে জরুরী কথা আমরা জিতেছি। এর আগে দুবার আমরা পেনাল্টিতে হেরেছিলাম কিন্তু তৃতীয় বারে আমরা জিতলাম। আমি এই জামা পড়ে মাঠে নামলে যতদিন পারবো আমার সেরাটাই দেব। সব সময় হয়তো আমি সব সঠিক করবো না কিন্তু পারব না বলে আমি কোনদিন মুখ ফিরিয়ে চলে আসব না।"

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে রোনাল্ডো ১৪ গোল করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর মূল লক্ষ্য দর্শকদের খুশি করা।

মেসির কারণেই
ফুটবল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে আমেরিকায়

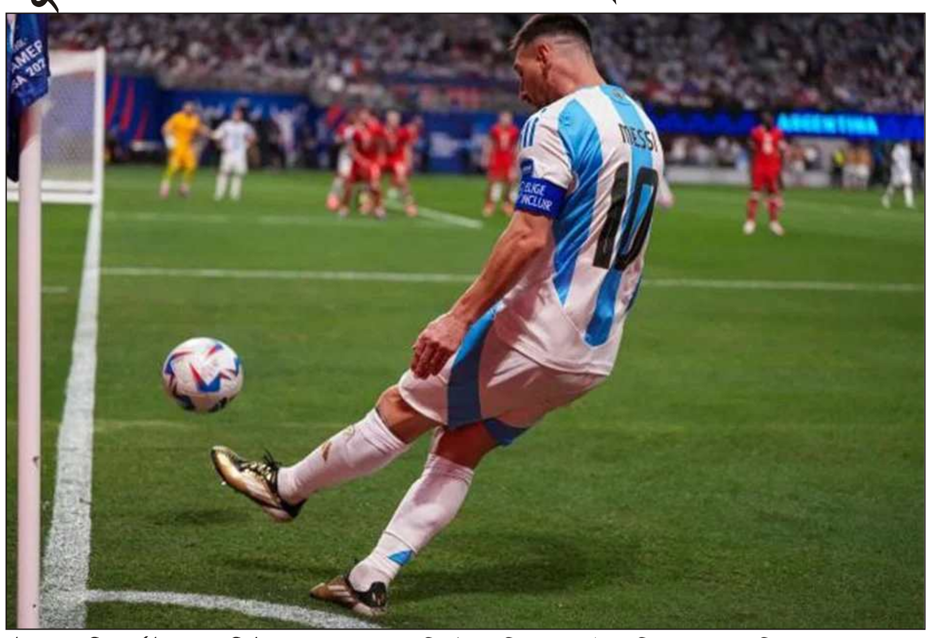

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেসির কর্নার কিকে চিলিকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার পথ সুগম করল। ২৫ জুন রাতে নিউজার্সির ইস্ট রুথারফোর্ডে অবস্থিত মেটলাইফের বিশাল স্টেডিয়ামে ৮১১০৬ জন দর্শকের স্লোগানে খেলার ৮৮ মিনিটে বিজয়সূচক কর্নার কিক করেছিলেন মেসি। সেই কিকের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সদ্ব্যবহার করেন লোটারিয়ো মার্টিনেজ। অর্থাৎ মেসির বলটি পেয়েই তিনি জালে ঢুকিয়ে দেন। নেচে উঠে পুরো স্টেডিয়াম। আর এই গোলেই আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে বিজয়ী করা হয়। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ খেলার মধ্যিখানে জানায় যে, এ যাবত কালের রেকর্ড ছিল ৮০ হাজার দর্শকের। তা ভেঙ্গে ৮১১০৬ এ উঠলো মেসির খেলা উপভোগের জন্যে বিপুলসংখ্যক ফুটবলপ্রেমী জড়ো হওয়ায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো খেলার প্রাণ না হলেও গ্যালারির উদ্দীপনা শক্তি ছিলেন মেসি। কোন কারণে মেসি উচ্চারিত হলেই সকলে সমস্বরে 'আর্জেন্টিনা'র জয়ধ্বনি দিয়েছেন। এ বিবেচনায় মেসি আর্জেন্টিনাকেই শুধু নয়, আমেরিকান ভক্ত-অনুরক্তদেরকেও স্বস্তি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই খেলার আগের দিন ছিল মেসির ৩৭তম জন্মদিন। জমকালো সেই অনুষ্ঠানের কারণে তেমন প্রস্তুতি নিতে পারেননি মেসি। এজন্যে কর্নার কিক ছাড়া বল নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশার পরিপূরক কোন কারিশমা প্রদর্শনেও সক্ষম হননি মেসি। উল্লেখ্য, ডান কুচকিতে আঘাতপ্রাপ্ত মেসিকে খেলার ২৫ মিনিট চলাকালেও মাঠের পাশে এক কোচ কর্তৃক তার কুচকিতে মালিশ করতে দেখা গেছে। এবং এর ১০ মিনিট পর আবারো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন মেসি। এসব কারণে তিনি নিজেকে সামলে খেলছিলেন বলে জাদুর স্পর্ধা ততটা উপস্থিত করতে পারেননি। তবে মেসি তার ইমেজ সমুন্নত রাখতে কর্নার কিক বেছে নিয়েছিলেন। তবে ৩৬ মিনিটের সময় আরেকটি কিক করেছিলেন জালের ভেতরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা ডানের পাশ দিয়ে বাইরে যায়। এভাবে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে মেসি আর্জেন্টিনার আক্রমণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। খেলার গতি-প্রকৃতি দেখে অনেকে মনে করেছিলেন যে, গোল শুন্য ড্র হতে পারে। যেমনটি ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের কোপা আমেরিকা ফাইনালে চিলির সাথে আর্জেন্টিনার ঘটেছিল। উল্লেখ্য, পুরো খেলায় চিলির পক্ষ থেকে আর্জেন্টিনার জালে তিনটি শট করা হয়েছিল। আর্জেন্টিনাও কয়েকবার বল চাপিয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে যথারীতি বাংলাদেশের পতাকাও দেখা গেছে সমর্থকদের হাতে। অনেক প্রবাসীকে মেসির ১০ নম্বরের জার্সি পরিহিত অবস্থায়ও দেখা গেছে। পুরো গ্যালারি ছিল আর্জেন্টিনার সমর্থকদের দখলে। যদিও প্রথমার্ধে খেলার রেফারিকে চিলির পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা গেছে।

পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের
এই সমালোচনা প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন মোহাম্মদ রিজওয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল। প্রথম ম্যাচে ইউ এস এর বিরুদ্ধে সুপার ওভারে পরাজয় এবং তার পরের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ১২০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেবে পরাজিত হওয়ার পরে প্রাক্তন পাকিস্তানি খেলোয়ারদের থেকে অনেক সমালোচনা বাবর আজম ও তার দলের খেলোয়াড়দের শুনতে হয়েছে।

পাকিস্তানের উইকেট রক্ষক -ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান মনে করেন তাঁর ও তাঁর সহ খেলোয়াড়দের এই সমালোচনা প্রাপ্য। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, "এই সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য। আমরা আশানুরূপ খেলা প্রদর্শন করতে পারিনি। যে খেলোয়ার সমালোচনা সহ্য করতে পারবেন না তিনি জীবনে সাফল্য লাভও করতে পারবেন না।" তিনি আরো বলেন, "আমরা আমাদের খেলায় অত্যন্ত হতাশ। শুধুই ব্যাটিং অথবা বোলিং কে দোষ দিলে হবে না। দলের ব্যর্থতার কারণ একাধিক। একজন ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাঁকে অপারেশন করতে হয়। পিসিবি চেয়ারম্যান অনেক পরিশ্রম করেন দলের জন্য। দলে কে থাকবেন আর কে বাদ পড়বেন এটা ওনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।"

অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম বলেছেন, "আমাদের দলে অনেক ভালো খেলোয়ার আছে। আমাদের দলটাও খুব ভালো। কিন্তু আমরা ভালো খেলার চেষ্টা করিনি। সবার প্রথমে মন থেকে ভয় সরিয়ে দিতে হবে। ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং সর্ব বিভাগে ভয়েকে জয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

ইতালির সামনে সুইস পরীক্ষা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে শনিবার শেষ ষোলোর ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। গ্রুপ পর্বে কোনমত রক্ষা পেয়ে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করা আজ্জুরিদের জন্য সুইস পরীক্ষা যে মোটেই সহজ হবে না তা অনুমেয়।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে ৯৮ মিনিটে অনেকটাই অপরিচিত মাত্তিয়া জাকাগনির গোল ক্রোয়েশিয়ার সাথে ড্র করে গ্রুপ-বি'র দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ইতালি। টুর্নামেন্টে এ পর্যন্ত সবচেয়ে সফল স্পেনের থেকে তারা গ্রুপ পর্বে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল।

কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি বলেছেন তার দল এগিয়ে যাবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ক্রোয়েটদের বিপক্ষে খেলোয়াড়দের মান নিয়ে সমালোচনাকে তিনি মানতে পারছেন না। ৬৫ বছর বয়সী স্পালেত্তি গণমাধ্যমের মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়েছেন। একইসাথে যারা তার দলকে চাপে রাখতে চায় তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে এমন কিছু না করতে যাতে দলকে বাড়তি মানসিক চাপে পড়তে হয়। দুই বারের বিজয়ীদের কাছ থেকে এখনো তেমন কোন পারফরমেন্স দেখেনি ফুটবলীপ্রেমীরা, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে তিন বছর আগের উড়ন্ত ইতালিকে এবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু নিজেকে সামনে নিয়ে এসে স্পালেত্তি বলেছেন, তার দল ধীরে ধীরে টুর্নামেন্টে উন্নতি করছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটাই বলবো আগে দল যা করেছে তা অতীত। এই দলটিরও ভাল করার সম্ভাবনা আছে।'

যদিও খালি চোখে স্পালেত্তির নতুন চেহারা ইতালিকে নিয়ে এখনো গর্ব করার মত কিছু দেখছে না সমর্থকরা। ইউরো ২০২০'এ শিরোপা জয়ে গ্রুপ পর্বে এই সুইজারল্যান্ডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ইতালি। ঐ ম্যাচে ম্যানুয়েল লোকাত্তেলি দুই গোল করেছিলেন। বাকি গোলটি এসেছিল আরেক তারকা সিরো ইমোবিলের কাছ থেকে। দু'জনই এবার স্পালেত্তির দল থেকে বাদ পড়েছেন, তাদের সাথে আরো বিবেচনা করা হয়নি মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তিকে। এছাড়া দলের দীর্ঘদিনের দুই নির্ভরযোগ্য ডিফে-ার লিওনার্দো বনুচ্চি ও গিওর্গিও চিয়েলিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। জুভেন্টাস ফরোয়ার্ড ফেডেরিকো চিয়েসা ফর্মহীনতা ভুগছেন।

ল্যাজিও ফরোয়ার্ড ২৯ বছর বয়সী জাকাগনি বলেছেন নক আউট পর্বে তার দল ঠিকই জ্বলে উঠবে। উয়েফার ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কে জাকাগনি বলেন, 'আমরা এখন শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তা করছি। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি জাতীয় দল কখনো কখনো এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে। এরপর আবারো সময়মত ঘুড়ে দাঁড়ায়। এখন আমরাও এটাই নিজেদের নিয়ে প্রত্যাশা করছি। আমরা ইতোমধ্যেই সুইজারল্যান্ডের অনেক ভিডিও দেখেছি। তারা খুবই সংঘবদ্ধ দল। তারা একে অন্যের জন্য খেলে। এ কারনেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা কঠিন হবে।'

এদিকে সুইজারল্যান্ডের কোচ মুরাত ইয়াকিন বেশ কিছু সিরি-এ খেলোয়াড় দলে রেখে দারুন আত্মবিশ্বাসী মনোভাব পোষন করেছেন। বিশেষ করে ইন্টার মিলানের তারকা গোলরক্ষক ইয়ান সোমারের সাথে বোলোনিয়ার তিন খেলোয়াড় ড্যান এনডোয়ে, রেমো ফ্রুলার ও মাইকেল এইবিশার নিজেদের প্রমান করেছেন। নিষেধাজ্ঞার কারনে ডিফেন্ডার রিকাডো কালাফিওরিকে পাচ্ছেনা ইতালি। কিন্তু জাকাগনি বলেছেন গোলের পর খেলোয়াড়দের অতি উদযাপনের কারনে বুকের পাঁজরে কিছুটা আঘাত পেলেও আগামীকালের ম্যাচের জন্য তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে প্রশ্ন উঠেছে ইতালির সেরা সেটা-আপ নিয়ে, স্পালেত্তি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে যা পরিবর্তণ করেছিলেন। বিশেষ করে তারকা মিডফিল্ডার জর্জিনহো কিছুটা ফর্মহীনতায় ভুগছেন। ক্রোয়েটদের বিপক্ষে স্ট্রাইকার মাতেও রেটেগুই কিছুটা কঠিন সময় পার করেছে। আলবেনিয়ার সাথে ২-১ গোলের জয় ও স্পেনের বিপক্ষে ১-০ গোলের পরাজয়ের ম্যাচে যেভাবে গিয়ানলুকা সামাক্কা খেলতে পারেননি।

সর্বশেষ বিশ্বকাপ বাছাইবপর্বে সুইসদের বিপক্ষে পেরে উঠেনি ইতালি। জার্মানীর বিপক্ষে এবারের ইউরোর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে সুইজারল্যান্ড ১-১ গোলে ড্রয়ের মাধ্যমে প্রমান করেছে তারা যেকোন দলের বিপক্ষে হুমকি হয়ে উঠতে পারে। গ্রুপ-এ'তে অপরাজিত থেকে সুইজারল্যান্ড নক আউট পর্বে উঠেছে। তাদের বিরুদ্ধে জার্মানিকে এক পয়েন্ট আদায় করতে ৯২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এই ফলাফলে সুইজারল্যান্ড গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডের টিকেট পেয়েছে। যদিও এটা তাদের জন্য একদিক থেকে ভালই হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কারন সামনে এগিয়ে যেতে হলে তাদেরকে জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স কিংবা বেলজিয়ামের মত দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে হবে না।

ইউরো ২০২০'এও সুইজারল্যান্ড প্রমান করেছে তারা বড় দলগুলোকে যেকোন সময়ই বিপদে ফেলতে পারে। শেষ ষোলতে তারা কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্সকে পেনাল্টিতে পরাজিত করে বিদায় করেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য স্পেনের সাথে পেরে উঠেনি। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জয় তাদেরকে দারুন আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।

ফ্রুলার উয়েফার ওয়েবসাইটে বলেছেন, 'শেষ ১৬'তে কিভাবে জিততে হয় আমরা জানি। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে আমরা যা খেলেছি তার থেকে ভাল করার বিকল্প নেই। জার্মানির বিপক্ষে আমরা সাম্প্রতিক সময়ের সেরা খেলা খেলেছি।'

এই ম্যাচের বিজয়ী দল কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে।

'এটা ভারতের জন্য সাজানো বিশ্বকাপ'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রতি আইসিসির পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি এখন অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতকে নানান সুবিধা দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থাটি। এ নিয়ে সরব স্বয়ং ভারতীয় সাবেক ক্রিকেটারসহ অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষেই। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন তো সরাসরিই বললেন, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সম্পূর্ণ সাজানো হয়েছে ভারতের জন্য।

ভারত জানত, সেমিফাইনালে উঠলে ম্যাচটি হবে গায়ানায়। ক্যারিবীয় অঞ্চলে অন্যতম স্পিনবান্ধব উইকেট এটি। সে অনুযায়ী দল সাজিয়ে ইংল্যান্ডকে ধারাশায়ী করেছে দলটি। রবীন্দ্র জাদেজা থাকার পরও তাই একাদশে বাড়তি স্পিনার হিসেবে সুযোগ পান অক্ষর প্যাটেল, যাঁর হাত ধরেই বার্বাডোজের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। এছাড়া ভারতের প্রতিটা ম্যাচই হয়েছে স্থানীয় সময় সকালে। যে সুবিধা দেওয়া হয়নি অন্য কোনো দলকে। ভারতকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই যে আইসিসি এভাবে বিশ্বকাপ সূচি সাজিয়েছে, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। দেশটির সাবেক ক্রিকেটার সঞ্জয় মাঞ্জরেকারই ইএসপিএনক্রিকইনফোতে বলেছেন, 'পরিষ্কার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রোহিতকে এটা মানতেই হবে। সে বলতে পারবে না যে এটা তাদের কাজটা সুবিধা করে দিচ্ছে না। ভারত নিশ্চয়ই তাদের দল সাজিয়েছে এটা মাথায় রেখে।'

বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে ভারতের পারফরম্যান্স ভালো নয়। সেটিও নাকি এ ক্ষেত্রে মাথায় রাখা হয়েছে, এমন আভাস দিয়েছেন সাবেক এই ভারতীয় ক্রিকেটার, 'সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ভারতের সমস্যা ছিল। যখন আপনি জানবেন আপনার খেলা গায়ানায়, তখন আপনি চার স্পিনার দলে রাখবেন। এটাই হবে একটা কারণ।'

বিশ্বকাপে মতো জায়গায় ভারতে বাড়তি সুবিধা দেওয়ায় মাঞ্জরেকারের মতো আইসিসির খোলামেলা সমালোচনা করেছেন ভনও। ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'এটা তাদের (ভারত) টুর্নামেন্ট। তারা যেখানে চায়, সেখানে খেলছে। তারা জানে তাদের সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় হবে। তারা প্রতিটা ম্যাচ খেলছে সকাল বেলা, যেন ভারতের দর্শকরা রাতের বেলা টিভিতে খেলা দেখতে পারে।'

'আমি বুঝতে পারছি। বিশ্ব ক্রিকেটে টাকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হলে বিষয়টি বোধগম্য হতো। কিন্তু আপনি যখন বিশ্বকাপ খেলবেন, আইসিসির উচিত অন্য দলগুলোর প্রতি আরও স্বচ্ছ হওয়া। ভারতের কারণে ক্রিকেটে টাকা আসে, তাই এই সুবিধা পেতে পারে না। আমি যেমনটা বললাম, দ্বিপাক্ষিক সিরিজে এসব হলে আমি বুঝতাম। কিন্তু বিশ্বকাপে আপনি একটি দলের প্রতি সহমর্মিতা, পক্ষপাত দেখাতে পারেন না। এই বিশ্বকাপ সম্পূর্ণ ভারতের জন্য সাজানো হয়েছে।'

আরেক ইংলিশ সাবেক ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড প্রতিটি আইসিসি টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ হতে দেখে অবাক। তাঁর দৃষ্টিতে এটি এক ধরনের 'ফিক্সিং'। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার লয়েড টক স্পোর্টসে বলেন, ৩আমরা ক্রিকেটে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে কথা বলি। এটা বড় একটা টুর্নামেন্টের ফিক্সিং। খেলাটাই কিন্তু মঞ্চ। আপনি এটাকে ফিক্স করতে পারেন না। এটা তো কিছুই নয়। আমরা আরও অনেক কিছুই ফিক্স করি। এই বিশ্বকাপেই তো কত কিছু আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে (সূচি, ভেন্যু)। আপনি কারসাজি করার চেষ্টা করছেন, এটা ঠিক নয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR